গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

স্মারক নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.০০০.২০০.০৫.০০৩২.২২.২৬৪

তারিখ: ২ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৬ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৮০ দিনের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এখন জাতীয় প্রতিশ্রুতিতে পরিনত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১৮০ দিনের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করেছে।

এমতাবস্থায়, উক্ত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সংযুক্তিঃ
(১) ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা

১৬-০৩-২০২৬
ড. মোঃ আবু সুফিয়ান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। পরিচালক, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
২। পরিচালক, সম্প্রসারণ শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৩। পরিচালক, উৎপাদন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৪। পরিচালক, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা।
৫। পরিচালক, বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি, সাভার, ঢাকা।
৬। পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষাশাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। পরিচালক, পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৯। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ পপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
১০। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ পপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
১১। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ পপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
১২। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ পপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
১৩। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
১৪। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
১৫। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
১৬। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
১৭। পরিচালক, কেন্দ্রীয় মুরগী খামার, মিরপুর, ঢাকা।
১৮। পরিচালক, কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা।

১৯। পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা।
২০। পরিচালক, কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ৪৮ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
২১। পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ঔষধাগার, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
২২। চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার, ভাইরোলজি/টক্সিকোলজিএন্ডজুরিসপ্রুডেন্স/প্যাথলজি/এক্টপ্যারসাইটোলজি/ এন্ডোপ্যারাসাই টোলজি অনুবিভাগ, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
২৩। পরিচালক, ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ/ আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা এবং
২৪। অধ্যক্ষ, আইএলএসটি, নেত্রকোণা/খুলনা/ব্রাহ্মণবাড়িয়া/গাইবান্ধা/গোপালগঞ্জ।

স্মারক নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.০০০.২০০.০৫.০০৩২.২২.২৬৪/১ (১)

তারিখ: ২ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৬ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
সচিব (রুটিন দায়িত্ব), সচিবের দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৬-০৩-২০২৬
ড. মোঃ আবু সুফিয়ান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

<u>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা</u>

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

২. ১৮০ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর কার্যক্রম:

ক) কার্যক্রমের বিবরণ:

ক্রমিক নং	ইশতেহারে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন কর্মকৌশল	ফলাফল নির্দেশক (output indicator)	নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে কিভাবে ভূমিকা রাখবে সে সংক্রান্ত বিবরণ
১.	হাঁস-মুরগি ও মৎস্য খামারের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত "ফিড" উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।	ক) সরকারি, বেসরকারি এবং নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ফিডমিলের সংখ্যা এবং উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ।	সরকারি, বেসরকারি এবং নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ফিডমিলের সংখ্যা এবং উৎপাদন সক্ষমতা	ফিডমিলের সংখ্যা ও উৎপাদন সক্ষমতা জানার ফলে পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ মোতাবেক তাদের নিবন্ধন, মান নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
		খ) ফিডমিল পরিদর্শন।	পরিদর্শনকৃত ফিডমিলের সংখ্যা ৬০টি এবং খাদ্য নমুন সংগ্রহ ৩০০টি	পরিদর্শনকালীন পশুখাদ্যের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মান যাচাই
		গ) পশুখাদ্য ডাটাবেজ প্রস্তুত করা- চাহিদা, উৎপাদন এবং সরবরাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।	দেশব্যাপী পশুখাদ্যের চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ	পশুখাদ্যের প্রাপ্যতা ও চাহিদার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন
		ঘ) অনিবন্ধিত ফিডমিলসমূহকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে প্রতি বিভাগে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন।	সচেতনতামূলক কর্মশালার সংখ্যা ১৬টি	সচেতনাতামূলক কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে অনিবন্ধিত ফিডমিলসমূহকে নিবন্ধনের আওতায় আনয়ন ও খাদ্যের মান সম্পর্কিত সচেনতা বৃদ্ধি
		ঙ) ফিডের চাহিদা ও সরবরাহ এবং মূল্য পরিবীক্ষণ কমিটির সভা আয়োজন।	সভার সংখ্যা ২টি	পশুখাদ্যের চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন
		চ) ফিড মিলসমূহকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্স ৪০টি ও নবায়নের সংখ্যা ৬০টি	নিবন্ধনের মাধ্যমে পশুখাদ্যের সরবরাহ ও মান নিশ্চিতকরণ
		ছ) পশুখাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন।	সভার সংখ্যা ১টি	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে পশুখাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন
		জ) জেগে উঠা নতুন চর এবং খাস জমিতে পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য বন্দোবস্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ।	পত্র জারি	পশুখাদ্য উৎপাদন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চর ও খাস জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন
		ঝ) মৎস্য ও পশুখাদ্য খাদ্য আইন ২০১০ সংশোধন খসড়া প্রস্তুত।	দাখিলকৃত খসড়া	পশুখাদ্যের উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মৎস্য ও পশুখাদ্য খাদ্য আইন ২০১০ সংশোধন
২.	প্রতি উপজেলায় পর্যাপ্ত পশু-রোগ প্রতিষেধক ওষধের যোগান নিশ্চিত করা এবং পশু-রোগ চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হবে।	ক) ভেটেরিনারি চিকিৎসক পদায়ন।	পদায়নকৃত চিকিৎসকের সংখ্যা (১৫৬ জন)	চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারিত হবে
		খ) গবাদিপশু ও হাঁসমুরগির সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ।	১৮ কোটি ডোজ টিকা	পশু-রোগ প্রতিষেধক যোগান নিশ্চিত হবে
		গ) শূন্য পদে নিয়োগের জন্য পিএসসি এর নিকট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চাহিদা প্রেরণ।	শূন্য পদের তালিকা প্রণয়ন	পশুরোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারিত হবে

		ঘ) মাঠ পর্যায়ে ১১-২০তম গ্রেডের বিভিন্ন পদের জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ।	৪৯৪১ জন	পশুরোগ প্রতিরোধে সহায়ক সেবা সম্প্রসারিত হবে
		ঙ) ক্যাডার বহির্ভুত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারি নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।	নিয়োগ বিধিমালার খসড়া প্রস্তুত	পশুরোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং সহায়ক সেবা নিয়োগের বিধিমালা সংশোধন অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে
		চ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে আমদানি এবং বেসরকারি টিকা উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ।	বেসরকারি পর্যায়ে টিকা আমদানির পরিমাণ	পশুরোগ প্রতিরোধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে
		ছ) ক্যাডার বর্হিভুত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারি নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।	চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত খসড়া প্রস্তুত	পশুরোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং সহায়ক সেবা নিয়োগের বিধিমালা সংশোধনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে
		জ) মাঠ পর্যায়ে ১১-২০তম গ্রেডের বিভিন্ন পদের জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ।	৪৯৪১টি শূন্য পদে পর্যায়ক্রমে নিয়োগ	মাঠ পর্যায়ে পশুরোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা এবং সহায়ক সেবা সম্প্রসারিত হবে
৩.	দেশের পোল্ট্রি, মাংস ও ডেইরি শিল্পের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে নীতি সহায়তা ও সরকারি প্রণোদনা দেয়া হবে।	ক) জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৬ প্রজ্ঞাপন জারি।	প্রজ্ঞাপন জারি	দেশব্যাপী পোল্ট্রি শিল্পের প্রবৃদ্ধি অর্জনে নীতি সহায়তা নিশ্চিত হবে
		খ) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে উন্নত জাতের সিমেন মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ।	২২ লক্ষ ডোজ	উন্নত জাতের গবাদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাংস ও ডেইরি শিল্পের প্রসার গঠবে
		গ) পশু ও পোল্ট্রি খাদ্য প্রস্তুতকারী, ফিস ফিড তৈরী, পোল্ট্রি শিল্প ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ খাতের এর বিপরীতে বিদ্যুৎ এ ২০% রিবেট প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ এবং এ সংক্রান্ত গ্রাহক নির্বাচনের লক্ষ্যে খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন।	খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত	পশু ও পোল্ট্রি খাদ্য প্রস্তুতকারী, পোল্ট্রি শিল্প ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে প্রভূত ভূমিকা রাখবে
		ঘ) দেশীয় গবাদিপশুর জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	ডিপিপি প্রণয়ন	দেশীয় গবাদিপশুর জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সহায়ক হবে
		ঙ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক খামারিদের মাঝে বিনামূল্যে ছাগল ভেড়া বিতরণ।	২০,০০০টি	মাংস উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে
		চ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক খামারিদের মাঝে বিনামূল্যে হাঁস মুরগি বিতরণ।	৬০,০০০টি	মাংস ও ডিম উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে
		ছ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের প্রনোদোনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হবে।	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন	ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের প্রনোদনা প্রদানের খাত চিহ্নিত হবে
		জ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের প্রনোদোনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি প্রণয়ন	প্রনোদনা প্রদানের মাধ্যমে মাংস ও ডেইরি খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে
		ঝ) সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ।	২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণ	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে প্রনোদনা প্রদান
৪.	প্রাণিসম্পদ খাতে নারী উদ্যোক্তা, তরুণ	ক) ক্ষুদ্র ও মাঝারি ডেইরি উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	১৩,০০০ জন	নারী উদ্যোক্তা, তরুণ উদ্যোক্তা ও প্রবাসী উদ্যোক্তা উন্নয়ন হবে

	উদ্যোক্তা, প্রবাসী উদ্যোক্তাসহ সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারীদের ঋণ সহায়তা প্রদান ও সরকারিভাবে পশু চিকিৎসা সহায়তা জোরদার করা হবে।	খ) দেশব্যাপী মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাকে সেবা প্রদান।	৫.৫০ লক্ষ চিকিৎসা সেবা	সরকারিভাবে পশু চিকিৎসা সহায়তা জোরদার করা হবে
		গ) “মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার নদীবিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প” এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	৬,০০০ জন	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারীদের উপকরণ সহায়তা প্রদান
		ঘ) “প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প” এর মাধ্যমে খামারীদের ঘাস ও ফডার চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	৪৩,০০০ জন	ঘাস ও ফডার চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃজন
		ঙ) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন/ দূতাবাস/কনসুলার জেনারেল অফিসে প্রাণিসম্পদে প্রবাসী উদ্যোক্তা তৈরীর নিমিত্ত পত্র প্রেরণ।	পত্র প্রেরণ	প্রবাসী উদ্যোক্তা সৃজনে উদ্যোগ গ্রহণ
		চ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রবাসীদের তালিকা প্রস্তুত পূর্বক খামার স্থাপনে উৎসাহ প্রদান।	উপজেলাভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন	খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ
৫.	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেলের মাধ্যমে ফিড উৎপাদন ও "ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট" স্থাপনের প্রয়াস নেয়া হবে।	ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) পিপিপি মডেলে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ।	উদ্যোক্তা নির্বাচন	পিপিপি মডেলে টিএমআর প্ল্যান্ট পরিচালনায় সহায়ক হবে
		খ) উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনা সাপেক্ষ্যে পিপিপি মডেলে অন্যান্য প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ	পিপিপি মডেলে প্রকল্প প্রণয়ন	পিপিপি মডেলে পশুখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে
		গ) গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির টিকা উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপনের নিমিত্ত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) কাঠামোর মধ্যে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু করা হবে।	প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন	পিপিপি মডেলে টিকা উৎপাদনের উপযোগিতা নির্ণয় হবে
		বিবিধ		
৬.	কার্ডের মাধ্যমে সুবিধা প্রদান: মৎস্য চাষি ও গবাদিপশু পালনকারীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ভর্তুকি, সহজ ঋণ, বিমা এবং বাজারজাতকরণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে 'ফার্মার্স কার্ড' চালু করা হবে।	সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
৭.	বিমা ব্যবস্থা: প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে শস্যের পাশাপাশি গবাদিপশু, মৎস্য এবং পোল্ট্রি বিমা চালু ও সম্প্রসারণ করা হবে।	ক) জাতীয় প্রাণিসম্পদ বীমা নীতিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর সাথে যোগাযোগ।	চূড়ান্ত নীতিমালা	প্রাণিসম্পদ বীমা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে
		খ) প্রাথমিকভাবে প্রাণিসম্পদ খামারীর বীমা ব্যবস্থার পাইলটিং শুরু।	৩৬০০টি প্রাণী	প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও গবাদিপশুর আকস্মিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে খামারী সুরক্ষা পাবে

খ) প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও অর্থায়ন পরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুতির বর্ণনা	চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) শেষ ৪ মাসে (মার্চ-জুন) প্রয়োজনীয় বরাদ্দ (কোটি টাকা)	আগামী অর্থবছরের (২০২৬-২৭) প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগষ্ট) প্রয়োজনীয় বরাদ্দ (কোটি টাকা)	প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সম্পর্কে প্রস্তাবনা
১.	হাঁস-মুরগি ও মৎস্য খামারের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত "ফিড" উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।	০.৬০	০.২০	রাজস্ব খাতে বিশেষ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে
২.	প্রতি উপজেলায় পর্যাপ্ত পশু-রোগ প্রতিষেধক ঔষধের যোগান নিশ্চিত করা এবং পশু-রোগ চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হবে।	১৩.০০	৬.৫০	রাজস্ব বাজেটে সংস্থান আছে
৩.	দেশের পোল্ট্রি, মাংস ও ডেইরি শিল্পের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে নীতি সহায়তা ও সরকারি প্রণোদনা দেয়া হবে।	২০.০০	১০.০০	প্রকল্প সহায়তা
৪.	প্রাণিসম্পদ খাতে নারী উদ্যোক্তা, তরুণ উদ্যোক্তা, প্রবাসী উদ্যোক্তাসহ সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারীদের ঋণ সহায়তা প্রদান ও সরকারিভাবে পশু চিকিৎসা সহায়তা জোরদার করা হবে।	-	-	
৫.	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেলের মাধ্যমে ফিড উৎপাদন ও "ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট" স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন।	১০.০০	০.০০	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রকল্প সহায়তা
৬.	কার্ডের মাধ্যমে সুবিধা প্রদান: মৎস্য চাষি ও গবাদিপশু পালনকারীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ভর্তুকি, সহজ ঋণ, বিমা এবং বাজারজাতকরণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে 'ফার্মার্স কার্ড' চালু করা হবে।	-	-	-
৭.	বিমা ব্যবস্থা: প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে শস্যের পাশাপাশি গবাদিপশু, মৎস্য এবং পোল্ট্রি বিমা চালু ও সম্প্রসারণ করা হবে।	১.১২	-	প্রকল্প সহায়তা

১৬.৬.২৬

ড. মোঃ আবু সুফিয়ান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।